টেকসই উন্নয়ন

পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

codec

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

প্রকাশনায়
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-কোডেক

টেকসই উন্নয়ন

পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

codec

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

প্রকাশনায়
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-কোডেক
প্রধান কার্যালয়: কোডেক ভবন, প্লট নং-০২, রোড নং-০২, লেক ভ্যালী আবাসিক এলাকা, ফয়েঁস লেক, খুলশী, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৩৩৪৪৬৬৪৮৫
E-mail: codechrm@gmail.com Website: www.codecbd.org
Website: www.codecsep-cb.org , Facebook : www.facebook.com/efcmp
YouTube: www.youtube.com/@efcmp

প্রকাশনা উপদেশক
খুরশীদ আলম, পিএইচ. ডি
নির্বাহী পরিচালক, কোডেক

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) এসইপি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ইমরুল হাসান, পরিচালক (ঋণ কার্যক্রম), কোডেক
কাজী ওয়াফিক আলম, পরিচালক, প্রোগ্রাম নলেজ ম্যানেজমেন্ট, কোডেক

সহযোগিতায়
লোকমান হোসেন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, কোডেক-এসইপি প্রকল্প
মোঃ আল আমিন, টেকনিক্যাল অফিসার, কোডেক-এসইপি প্রকল্প
এস. এম. তানভীর হোসেন, ডকুমেন্টেশন অফিসার, কোডেক-এসইপি প্রকল্প
সৈয়দ হাসিব আলী, পরিবেশ কর্মকর্তা, কোডেক-এসইপি প্রকল্প

প্রকাশকাল
জুন ২০২৩

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট-এসইপি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা।

সূচিপত্র

০১	মূখবন্ধ	৭
০২	প্রকল্প সারসংক্ষেপ	৮
০৩	উপ-প্রকল্পের বিবরণ	০৯
০৪	এসইপি কম্পোনেন্ট	১০
০৫	কোডেক পরিচিতি	১১
০৬	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মেয়াদ	১২
০৭	কর্মএলাকা ও এক নজরে প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী	১৩
০৮	প্রকল্পের কার্যক্রম	১৪
০৯	সরকারি সিদ্ধান্ত	১৫

১০	পরিবেশ উন্নয়নমূলক চর্চা	১৬
১১	উৎপাদিত পণ্য ও মেশিনারিজ	১৭
১২	মডেল স্থাপনা নির্মাণ (লাইব্রেরি)	২১
১৩	মডেল স্থাপনা নির্মাণ (মসজিদ)	২২
১৪	প্রকল্পের সম্পাদিত কর্মকান্ডসমূহ	২৩
১৫	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট হাউজিং, ছাত্রীবান্ধব টয়লেট ও ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড টয়লেট নির্মাণ	২৭
১৬	কেইস স্টোরি	২৮
১৭	মডেল উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ	৪০
১৮	প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত শিখনসমূহ	৪১
১৯	প্রকল্পের টেকসহিতা	৪২

হলোব্লক দ্বারা নির্মিত মডেল মসজিদ
ফকিরহাট, বাগেরহাট।

খুরশীদ আলম, পিএইচ. ডি
নির্বাহী পরিচালক, কোডেক

মূখবন্ধ

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-কোডেক ১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে উপকূলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দীর্ঘ ৩৭ বছর যাবত দেশি-বিদেশী দাতা সংস্থা ও নিজেদের অর্থায়নে কাজ করে আসছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জেলে জীবন, তাদের সংগ্রাম এবং প্রকৃতির বিরুপ প্রভাব মোকাবেলা করে তারা কিভাবে টিকে আছে তা খুব কাছ থেকে দেখার ও অনুভব করার সুযোগ হয়েছে আমার। জন্মলগ্ন থেকেই কোডেক উপকূলের মানুষদের নিয়ে তাদের উন্নয়নে কাজ করছে এবং উপকূলের মানুষের সুখ-দুঃখের সারথী হিসেবে সব সময় পাশে থেকেছে। প্রথম থেকেই আমরা দেখেছি যে উপকূলের মানুষের যে কষ্ট তার সবচেয়ে বড় কারণ পরিবেশ দূষণ, প্রকৃতির বিরুপ আচরণ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন। সারা পৃথিবীই আজ এর কড়াল থাবার স্বীকার। ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি বলতে যা বুঝায় তার পরিপূর্ণ রূপ বাংলাদেশের উপকূলে আমরা দেখতে পাই। নানা ধরনের সমস্যার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন যাপন। নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছাস ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে স্যালাইনিটি বা লবনাক্ততা বৃদ্ধি, ভূমিধ্বস এরকম নানা কারণে এই মানুষগুলো দিন দিন আক্রান্ত হচ্ছে। এখন পরিবেশবান্ধব বলতে আমরা যা বুঝি তা কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে, তারপরেও আমি পিকেএসএফ কে ধন্যবাদ জানাবো যে তারা অনেকগুলো প্রকল্পই আমাদেরকে সাথে নিয়ে বাস্তবায়ন করছেন যা এই দরিদ্র উপকূল বাসীদের বিরাট উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমানে যে প্রকল্পটি নিয়ে আমরা কথা বলছি, এই কাজটি আমরা চারটি জেলায় বাস্তবায়ন করছি। সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট-এসইপি প্রকল্পের আওতায় আমরা পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী, উদ্যোক্তা তৈরি, রাজমিস্ত্রী ও নির্মাণ সহকারীদের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কংক্রিট ব্লক দিয়ে তাদের ঘরবাড়ি/স্থাপনা তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করছি। ইতোমধ্যে বাগেরহাট সদর এবং ফকিরহাট উপজেলায় সলিড ব্লক ও হলোব্লক দিয়ে মডেল স্থাপনা হিসেবে আমরা একটা সুদৃশ্য লাইব্রেরি ও মসজিদ নির্মাণ করেছি। সমগ্র বাংলাদেশে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

প্রকল্প সারসংক্ষেপ:

সরকারের সহায়তায়, PKSF পরিবেশগত স্থায়ীত্ব উন্নত করার জন্য মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ সেক্টরের জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)' বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ইয়েলের ২০১৬ এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইনডেক্সে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৭৩ তম স্থানে রয়েছে। বৈশ্বিকভাবে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে অর্থনীতিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) আধিপত্যে উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও অবক্ষয় এবং ক্রমবর্ধমান বায়ু, মাটি এবং পানি দূষণের ব্যাপক বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছে। দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসের দিকে অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য নেতিবাচক পরিবেশগত বাহ্যিকতা হ্রাস করা বাংলাদেশের জন্য একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি পরিবেশ সহায়ক উদ্যোগ বৃদ্ধির যাত্রা পথে বাংলাদেশের জন্য বর্ধিত উৎপাদনশীলতা এবং উদ্ভাবন; নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার; জনগণের রাজস্ব উৎপাদন এবং দারিদ্রতার ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে বহুমুখী সুবিধা প্রদান করবে।

ব্যবসাগুচ্ছ-ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিবেশের স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "Sustainable Enterprise Project (SEP)" বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল, ব্যবসাগুচ্ছ ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে পরিবেশসম্মত টেকসই চর্চা বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্রান্ড তৈরীতে সহযোগিতার পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটি তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত হবে: (ক) পরিষেবা বৃদ্ধি এবং সিস্টেম সক্ষম করা, (খ) বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর পরিবেশবান্ধব এবং স্থিতিস্থাপক ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য অর্থের অভিগম্যতাকে শক্তিশালী করা এবং (গ) ১- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। ২- প্রকল্পটি অগ্রাধিকার দেবে দূষণকারী মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ব্যবসায়িক ক্লাস্টারগুলির একটি নির্বাচিত সংখ্যক, যা নির্গমন কমাতে এবং সম্পদের দক্ষতা বাড়াতে পারে এবং উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ যা পরিবেশবান্ধব এবং গ্রীন বিজনেস জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রাখে।

বিশ্বব্যাংক পরিচালিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ৫৩ লাখ বাংলাদেশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বজায় রাখতে এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করার জন্য পিকেএসএফ বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' নামে সরকার অনুমোদিত একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসইপির প্রকল্প এর উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "লক্ষিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা দ্বারা পরিবেশগতভাবে টেকসই অনুশীলন গ্রহণ বৃদ্ধি করা"। বিভিন্ন উপ-খাতে প্রকল্পের প্রভাব প্রদর্শনের জন্য এসইপি প্রকল্প ৩০ টি জেলাকে প্রকল্পের প্রধান কর্মএলাকা হিসাবে বেছে নিয়েছে। প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দূষণকারী মাইক্রোএন্টারপ্রাইজকে অগ্রাধিকার দেয় এবং তাদের আরও টেকসই পরিবেশের জন্য সহায়ক উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সমর্থন করে।

উপ-প্রকল্পের বিবরণঃ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিস্তৃত জনপদ বিপদ ও সমস্যায় ভুগছে। টেকসই উন্নয়ন, উপকূলীয় ইকো-সিস্টেম সংরক্ষণ এবং টেকসই অবকাঠামোর মাধ্যমে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার জন্য এই বিশাল উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রিক কাঠামো প্রয়োজন। উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য উপকূলীয় আবাসন, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ এবং ভূমি পুনরুদ্ধার, সম্প্রদায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মতো বেশ কয়েকটি উদ্যোগ প্রয়োজন। উপরে উল্লিখিত প্রায় সব উন্নয়ন কাজের জন্য প্রয়োজন নির্মাণ সামগ্রী। বর্তমানে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী এবং প্রযুক্তি উপকূলীয় অঞ্চলে সীমিত।

এ ছাড়া বাংলাদেশে মোট কয়লা চালিত ভাটার সংখ্যা প্রায় ৫০০০, CO_2 এর নির্গমন ৯.৮ মিলিয়ন টন [রেফা. বাংলাদেশের ইট সেক্টরে শক্তি-দক্ষ ক্লিন টেকনোলজির প্রবর্তন, বিশ্বব্যাংক, ESMAP]। প্রচলিত ইটের ভাটাগুলি বিশাল বায়ু দূষণের জন্য দায়ী কারণ এটি সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2), NOx, এবং CO_2 নির্গত করে। কৃষি খাতের ক্ষেত্রে, ইটের ভাটায় প্রচুর পরিমাণে কৃষিজমির উর্বর মাটি (টপ সয়েল) ব্যবহার করা হয়, যা কৃষি ফলনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর প্রাপ্যতা প্রকল্প এলাকায় ক্রমবর্ধমান পরিবেশ সচেতনতার পাশাপাশি জলবায়ু সহনশীল নির্মাণের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন প্রক্রিয়া পোড়া মাটির ইটের চেয়ে অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব, কারণ এতে কয়লা বা কাঠ পোড়ানোর প্রয়োজন হয় না এবং এর ফলে বায়ু দূষণ কম হয়।

তবে বিভিন্ন কারণে এই খাত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এর মধ্যে কয়েকটি কারণ হল আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যের অভাব, সঠিক ব্র্যান্ডিং ও বিপণনের অভাব, মানসম্পন্ন পণ্যের অভাব, পণ্য উৎপাদনে স্থানীয় বাজারে কাঁচামালের অপ্রাপ্যতা ইত্যাদি। এছাড়াও স্থানীয় জনগন এই পণ্যগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়।

বাংলাদেশে প্রতি বছর পোড়া মাটির ইট তৈরীর কাজে উর্বর (টপ সয়েল) কৃষি জমির ১% হারাচ্ছে। আর এ জন্য বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে খাদ্য সংকট দেখা দেবে। একই সাথে ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানী হিসেবে কাঠ ব্যবহার করার কারণে, বছরের পর বছর বন কেটে উজাড় করে দিচ্ছে। বন উজাড় হওয়ার জন্য বাংলাদেশে বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ছে। এই ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে মাটির ইট পোড়ানো বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন করা এবং পরিবেশবান্ধব কৌশল রপ্তকরার জন্য-এসইপি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

কম্পোনেন্টঃ

এসইপি প্রকল্প

১. ব্যবসা গুচ্ছের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ড

২. ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে পরিবেশ ও মানসম্মত সেবা পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বড় বাজারে প্রবেশ ও সনদ প্রাপ্তিতে সহায়তা সংক্রান্ত কর্মকান্ড

৩. সংস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধি ও উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকান্ড

৪. ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মকান্ড

৫. আয় বৃদ্ধিমূলক সাধারণ সেবা ঋণ

৬. অগ্রসর এসইপি ঋণ

কোডেক কর্তৃক বাগেরহাট, খুলনা, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলায় বাস্তবায়নাধীন এসইপি প্রকল্পের অগ্রগতি

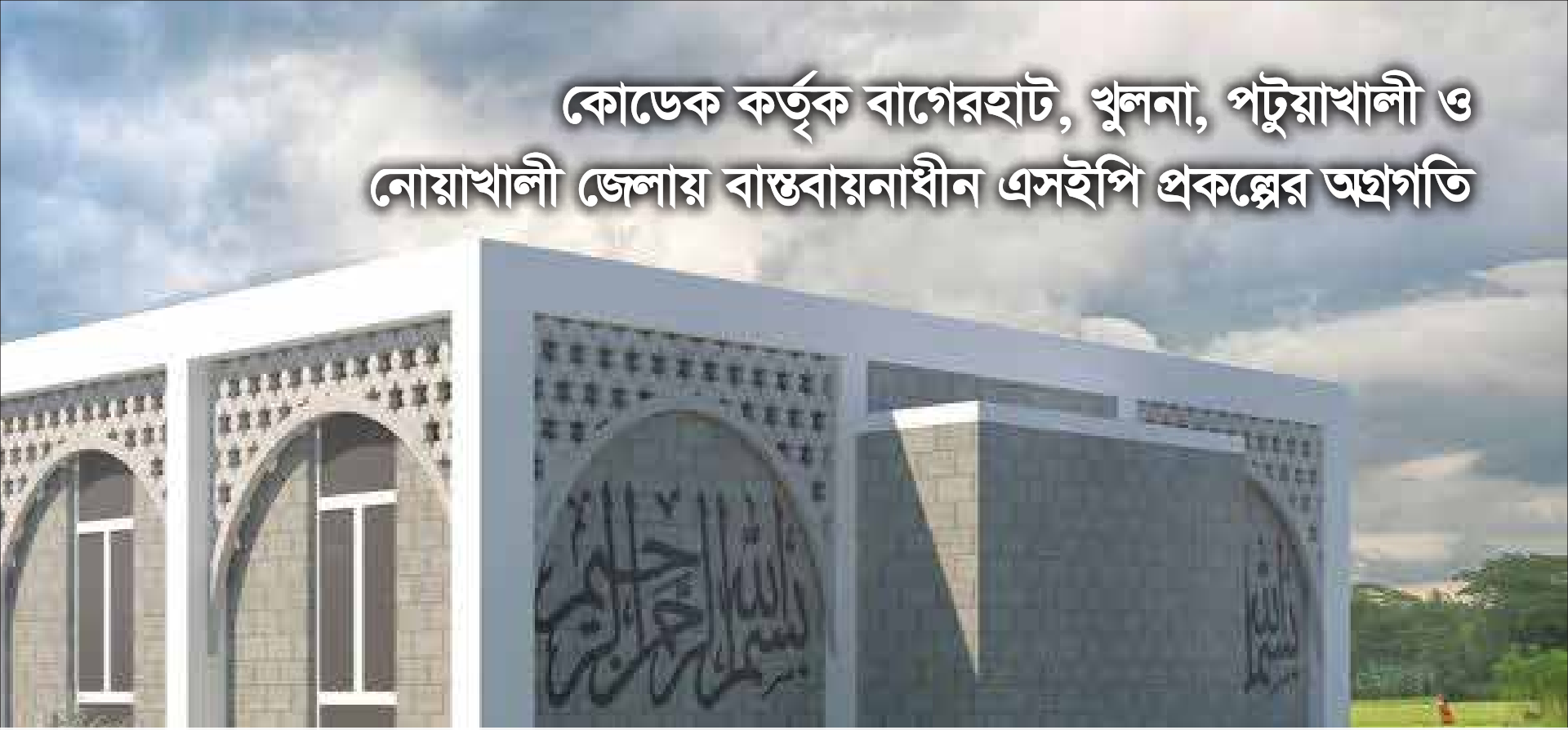

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-কোডেক

কোডেক ১৯৮৫ সালের ১লা অক্টোবর থেকে চট্টগ্রামে কার্যক্রম শুরু করে বাংলাদেশ সরকার ও দাতা সংস্থা ডানিডার বোট বিল্ডিং প্রজেক্ট এর মাধ্যমে এবং বোট রেন্টাল স্কীম পরিচালনার উত্তরসূরী হিসেবে। কোডেক বিগত ৩৭ বছর ধরে উপকুলে জেলে সম্প্রদায়ের সাথে নানা সমাজ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর জন অংশগ্রহণমূলক সংগঠন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কোডেক এখন উপকূলীয় অঞ্চলসহ ২০ টি জেলায় প্রায় ১৫ লক্ষ পরিবারের মাঝে তার কার্যক্রমকে প্রসারিত করেছে।

কোডেক বর্তমানে শিক্ষা, দক্ষতা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, সামজিক উদ্যোগ, দ্বন্দ্ব নিরসন (ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা) কৃষি, মৎস্য, দুগ্ধ এবং উদ্যানতত্ত্ব, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্ষুদ্র ঋণ, সরকারের সাথে সমন্বয় করে রোহিঙ্গা ও হোষ্ট কমিউনিটির জন্য উন্নয়ন সেবা কর্মসূচি গ্রহণ ইত্যাদি সেক্টরে উন্নয়নমূলক কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহনীয় জীবনযাপন ও আয় বৃদ্ধি, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। কোডেক ২০০৭ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়। পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় কোডেক বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে কোডেক তার কর্ম এলাকায় বাংলাদেশ সরকার এর বিভিন্ন দপ্তর ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দাতা সংস্থার প্রায় ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রতিবেদনে বাগেরহাট, খুলনা, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলায় কোডেকের ১১টি শাখার মাধ্যমে জুন ২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত এসইপি প্রকল্পের অগ্রগতি ও অর্জন তুলে ধরা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১ পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী (হলোব্লক/কংক্রিট ব্লক) তৈরীর জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা

২ পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী (হলোব্লক /কংক্রিট ব্লক) ব্যবহারের জন্য রাজমিস্ত্রী ও সহকারী উন্নয়ন করা

৩ পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী (হলোব্লক/ কংক্রিট ব্লক) ব্যবহারের জন্য প্রান্তিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা

৪ পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী (হলোব্লক/কংক্রিট ব্লক) উৎপাদন থেকে ব্যবহারকারী পর্যন্ত বিপনন চেইন উন্নয়ন করা

৫ পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী (হলোব্লক/কংক্রিট ব্লক) ব্যবহার করে কিছু প্রদর্শনী স্থাপনা নির্মাণ করা

৬ গৃহ/স্থাপনা নির্মাণের সকল ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব চর্চা নিশ্চিত করা

প্রকল্পের মেয়াদ: ২ বছর ৩ মাস (জুন ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২৩)

কর্মএলাকা:

খুলনা জেলার রূপসা উপজেলা, বাগেরহাট জেলার বাগেরহাট সদর ও ফকিরহাট উপজেলা, পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলা এবং নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর উপজেলার কোডেক কর্মএলাকা, যা কোডেক এর ১১ টি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট বাগেরহাট যোনাল অফিস।

এক নজরে প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী:

১. অগ্রসর ঋণ বিতরণ ৫৩৯ জন, ৫৫৭,০৮০০০ টাকা
২. সাধারণ সেবা ঋণ বিতরণ ২৪ জন ৩৪২০,০০০ টাকা
৩. মডেল উদ্যোক্তা উন্নয়ন ২০ জন
৪. অনুদান সহায়তা প্রদান ১৫ জন উদ্যোক্তা
৫. মডেল স্থাপনা নির্মান ২টি (লাইব্রেরি ও মসজিদ)
৬. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ২৪৬ জন
৭. প্রকল্পের ওয়েবসাইট তৈরী ১টি
৮. হাব/রিসোর্স সেন্টার ১টি
৯. শিখন ভ্রমন ৮টি
১০. জাতীয় দৈনিক ও টেলিভিশনে প্রচার প্রচারণা
১১. পরিবেশ ক্লাব গঠন
১২. জলবায়ু সহিষ্ণু স্থাপনা নির্মান
১৩. প্রকল্পের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজ তৈরী

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

- পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবস্থপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ
- প্রকৌশলী, রাজমিস্ত্রিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিবেশগত অনুশীলন প্রশিক্ষণ
- পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- প্রত্যয়ণ/ব্যবসা নিবন্ধনের প্রশিক্ষণ
- সরবরাহকারীদের সাথে সংযোগ সভা/কর্মশালা
- অনলাইন মার্কেটিং এবং ট্রেসিবিলিটি
- মিডিয়া কাভারেজ
- সচেতনতামুলক লিফলেট/ফ্লো চার্ট/ডিসেন্ট প্রাকটিস/ফ্লোর মার্কিং/ওয়াল পোস্টারিং
- ডিসপ্লে অ্যান্ড সেলস সেন্টার

সরকারি সিদ্ধান্তঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসভা-বৈঠক অধিশাখা

নং- ০৪,০০,০০০০,৩১১,৩১,০০৫,১৮,৩৪০

তারিখ: ০৮ আষাঢ় ১৪৩০
২২ জুন ২০২৩

বিষয়: মন্ত্রিসভা-বৈঠকের প্রদত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন।

গত ১৯ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছেন:

"নদীর উৎস মুখের মোটা বালি ব্যবহার করে হলো ব্রিকস (Hollow Bricks) ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর্যুক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(চৌধুরী মোয়াজ্জেম আহমদ)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১১০৩৪

বিতরণ: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব/সচিব,
....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১
www.moef.gov.bd

স্মারক নং- ২২,০০,০০০০,০৭৪,৩২, ০০১,১৪ (অংশ-৩)- ৪১০

তারিখ: ০৯ অগ্রহায়ন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
২৪ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি.।

প্রজ্ঞাপন

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ধারা ৫(৩ক) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মাটির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সকল সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে ভবনের দেয়াল ও সীমানা প্রাচীর, হেরিং বোন বন্ড রাস্তা এবং গ্রাম সড়ক টাইপ- 'বি' এর ক্ষেত্রে ইটের বিকল্প হিসাবে উক্ত আইনের ২(নন) উপধারায় সংজ্ঞায়িত ব্লক ব্যবহারে নিম্নরূপ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্লক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হইল:

অর্থবছর	ব্লক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা
২০১৯ - ২০২০	১০%
২০২০ - ২০২১	২০%
২০২১ - ২০২২	৩০%
২০২২ - ২০২৩	৬০%
২০২৩ - ২০২৪	৮০%
২০২৪ - ২০২৫	১০০%

তবে সড়ক ও মহাসড়কের বেইজ ও সাব-বেইজ নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারে এ নির্দেশনা প্রযোজ্য হইবে না।

০২। উল্লিখিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনরূপ ব্যত্যয় বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী)
সচিব

স্মারক নং- ২২,০০,০০০০,০৭৪,৩২, ০০২,১৪ (অংশ-৩)- ৪১০

তারিখ: ০৯ অগ্রহায়ন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৪ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি.

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১। সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পরিবেশ উন্নয়নমূলক চর্চা:

প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে বাস্তবায়িত বিভিন্ন পরিবেশগত চর্চাসমূহঃ

০১ কর্মক্ষেত্রে কর্মী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমুহ। যেমন: গ্লোভস্, মাস্ক, এপ্রোন, ও চশমা (সেফটি গ্লাস) ব্যবহার নিশ্চিত করা।

০২ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ। প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা।

০৩ অগ্নি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (মাটি, বালি ও পানি) সমূহের ব্যবস্থা করা।

০৪ বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পর্যাপ্ত আলোর জন্য শেডের ছাদে ট্রান্সপারেন্ট চাল ব্যবহার করা। শেডের ছাদে তাপ নিরোধক (ইনসুলেটর) ব্যবহার করা হয়।

০৫ উদ্যোগে সোলার প্যানেল ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার করা

০৬ উদ্যোক্তা কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পিপিই (মাস্ক/গ্লোভস/এপ্রোন/জুতা/হেয়ার নেট অথবা টুপি) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রদান করেছে।

০৭ উদ্যোগে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ। যেমন: পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিট তৈরি করা ইত্যাদি।

০৮ সচেতনতার নোটিশ (শব্দ, মাটি, বায়ু ও পানি দূষণ এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে করণীয়; অগ্নিনির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি) সংক্রান্ত নোটিশ প্রদান করা।

০৯ নিয়মিত বৈদ্যুতিক সংযোগ চেক করা ও সংযোগ উন্নয়ন।

১০ অন্যান্য (পরিষ্কার পানি, স্বাস্থ্যকর টয়লেট, নিরাপদ খাবার পানি, ড্রেন পরিস্কার ও নালার উন্নয়ন করা ইত্যাদি)

উৎপাদিত পণ্য ও মেশিনারিজঃ

প্রোডাক্ট পরিচিতি

ক্র.নং	নাম ও বিবরণ	সাইজ	ছবি	প্রয়োজনীয় স্ট্রেন্থ
০১	কংক্রিট হলোব্লক	**আদর্শ সাইজ** ৩৯০ x ১৯০ x ৯০ মি.মি. বা ১৫.৫ x ৭.৫ x ৩.৫ ইঞ্চি **প্রচলিত সাইজ** ১৬ x ৮ x ৪ ইঞ্চি		৪ থেকে ৫ এমপিএ/ ৬০০ থেকে ৭০০ পিএসআই
০২	কংক্রিট সলিডব্লক	**আদর্শ সাইজ** ২৪২ x ১১৪ x ৭০ মি.মি. অথবা ৯.৫ x ৪.৫ x ২.৭৫ ইঞ্চি **প্রচলিত সাইজ** ১০ x ৪.৭৫ x ৩ ইঞ্চি		১০ থেকে ১৭ এমপিএ বা ১৫০০ থেকে ২৫০০ পিএসআই
০৩	পার্কিং টাইল্স	**প্রচলিত সাইজ** ১২ x ১২ x ৩/৪ ইঞ্চি ১২ x ১২ x ১ ইঞ্চি ১২ x ১২ x ১/২ ইঞ্চি		উজ্জ্বল কালার এবং ভালো ফিনিশিং
০৪	ইউনিব্লক	**আদর্শ সাইজ** ২২২ x ১১০ x ১০০ মি.মি. ২২২ x ১১০ x ৮০ মি.মি. ২২২ x ১১০ x ৬০ মি.মি.		৩০ থেকে ৩৫ এমপিএ

মেশিনারিজ পরিচিতি

ক্র.নং	নাম ও বিবরণ	উৎপাদন ক্ষমতা	ছবি	আনুমাণিক মূল্য
০১	**কংক্রিট হলোব্লক/ সলিড ব্লক মেশিন** (ম্যানুয়াল ফর্মা)	**প্রতিদিন** ব্লক ৭০-৮০ পিচ ব্রিক্স ১২০-১৫০ পিচ		৮,০০০-১৫,০০০ টাকা
০২	**কংক্রিট হলোব্লক/ সলিডব্লক মেশিন** (ম্যানুয়াল ভাইব্রেটর মেশিন)	**প্রতিদিন** ব্লক ৩০০-৩৫০ পিচ ব্রিক্স ১০০০-১২০০ পিচ		৫০,০০০-১,৫০,০০০ টাকা
০৩	**কংক্রিট হলোব্লক/ সলিডব্লক মেশিন** (সেমি-অটো ম্যানুয়াল ভাইব্রেটর মেশিন)	**প্রতিদিন** ব্লক ৬০০-৭৫০ পিচ ব্রিক্স ১২০০-১৫০০ পিচ		৩,০০,০০০-১০,০০,০০০ টাকা
০৪	**কংক্রিট হলোব্লক/ সলিডব্লক মেশিন** (সেমি-অটো ম্যানুয়াল ভাইব্রেটর মেশিন)	**প্রতিদিন** ব্লক ৬০০-৭৫০ পিচ ব্রিক্স ১২০০-১৫০০ পিচ		৩,০০,০০০-১০,০০,০০০ টাকা

মেশিনারিজ পরিচিতি

ক্র.নং	নাম ও বিবরণ	উৎপাদন ক্ষমতা/সাইজ	ছবি	আনুমাণিক মূল্য
০৫	**কংক্রিট হলোব্লক/ সলিডব্লক মেশিন** (হাইড্রোলিক মেশিন)	**প্রতিদিন** ব্লক ২৫০০-৩০০০ পিচ ব্রিক্স ৬০০০-৭০০০ পিচ		৫,০০,০০০-১,৫০,০০,০০০ টাকা
০৬	**কংক্রিট হলোব্লক/ সলিডব্লক মেশিন** (হাইড্রোলিক মেশিন)	**প্রতিদিন** ব্লক ২৫০০-৩০০০ পিচ ব্রিক্স ৬০০০-৭০০০ পিচ		৫,০০,০০০-১,৫০,০০,০০০ টাকা
০৭	**পার্কিং টাইল্স ভাইব্রেটর টেবিল**	২.৫ ফিট x ৪-১০ ফিট		২৫,০০০-১,৫০,০০০ টাকা
০৮	**পার্কিং টাইল্স ট্রে/ফর্মা**	১২ইঞ্চি x ১২ইঞ্চি	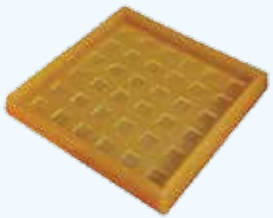	৮৫ থেকে ১৫০ টাকা

মেশিনারিজ পরিচিতি

ক্র.নং	নাম ও বিবরণ	উৎপাদন ক্ষমতা/সাইজ	ছবি	আনুমাণিক মূল্য
০৯	ইউনি পেভার্স ব্লক ট্রে/ফর্মা	(২২২ x ১১০ x ৬০/৭০/৮০/১০০) মি.মি.	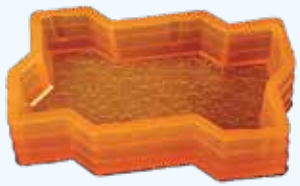	৮০ থেকে ১৪০ টাকা
১০	ড্রাম মিক্সার মেশিন	ক্যাপাসিটিঃ ৫-৮ ঘনফুট মিশ্রণ		৭০,০০০-১,৫০,০০০ টাকা
১১	প্যান মিক্সার মেশিন	ক্যাপাসিটিঃ ৬-১৫ ঘনফুট মিশ্রণ		৮৫,০০০-১,৫০,০০০ টাকা

মডেল স্থাপনা নির্মাণ: লাইব্রেরি

পিকেএসএফ-এর "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)" প্রকল্পের আওতায় "পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ" উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে বাগেরহাট সদরের ঐতিহ্যবাহী ও সুপরিচিত খানজাহান আলী ডিগ্রি কলেজে' কোডেক ও এসইপি প্রকল্প এর অর্থায়নে পরিবেশবান্ধব সলিডব্লক দ্বারা অধিক প্রচার-প্রসার ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য মডেল স্থাপনা (লাইব্রেরি) নির্মাণ করা হয়। এটি নির্মাণে সর্বমোট খরচ হয় ১২,৮৯,৪৩১ টাকা এর মধ্যে কোডেক থেকে ৪২২,৭৭৩ টাকা এবং এসইপি প্রকল্প থেকে ৮৬৬,৬৫৮ টাকা প্রদান করা হয়।

খানজাহান আলী ডিগ্রী কলেজ ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা ৩৫ জন, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯২৬ জন। প্রতিষ্ঠানে কোনো লাইব্রেরি না থাকায় একটি পুরাতন ক্লাসরুম কে লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ছাত্র-ছাত্রীর চাহিদা অনুযায়ী লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই ছিল না।

উপরোক্ত সকল বিষয় বিবেচনা করে খানজাহান আলী ডিগ্রি কলেজে' এ মডেল লাইব্রেরি নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রায় ৭২০ বর্গফুটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। লাইব্রেরিতে কলেজের চাহিদা মোতাবেক কোডেক এর পক্ষ থেকে একটি বুক সেলফ ও বিভিন্ন ক্যাটাগরীর বই প্রদান করা হয়। বর্তমানে মনোরম পরিবেশে এই লাইব্রেরিতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনীয় বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

নিরাপদ পানির ব্যবহার ও পানির অপচয় কমানোর জন্য (রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং) সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য একটি ৩০০০ লিটার পানির ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। এ পানি মূলত লাইব্রেরির টয়লেটে ব্যবহার করা হয়। জনাব কাজী ওয়াফিক আলম, পরিচালক, কোডেক, প্রোগ্রাম এ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট, প্রধান কার্যালয়- এর নেতৃত্বে মডেল লাইব্রেরীর আর্কিটেকচারাল প্লান ডেভেলপমেন্টসহ সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা করেন।

আমরা আশাকরি, অত্যাধুনিক এ মডেল লাইব্রেরি ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় মানুষের বই পড়ার আগ্রহকে বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা নির্মিত এই স্থাপনাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে চিন্তা করে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের আগ্রহ বাড়বে।

মডেল স্থাপনা নির্মাণ মসজিদ

বাগেরহাট জেলায় ফকিরহাট উপজেলার পিলজংগ ইউনিয়নের তেলিপুকুর নামক স্থানে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাশে কোডেক ও এসইপি প্রকল্প এর অর্থায়নে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী হলোব্লক ব্যবহার করে ১৪৩৫ বর্গফুট আয়তনের একটি দৃষ্টিনন্দন মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে একত্রে প্রায় ২০০ জন মানুষ নামাজ আদায় করতে পারবেন। জনাব কাজী ওয়াফিক আলম, পরিচালক, কোডেক, প্রোগ্রাম এ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট, প্রধান কার্যালয়- এর নেতৃত্বে -মডেল মসজিদের আর্কিটেকচারাল প্লান ডেভেলপমেন্টসহ সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা করেন। এটি নির্মাণে সর্বমোট খরচ হয়েছে ৪১,০০,০০০ (প্রায়) টাকা, যার মধ্যে এসইপি প্রকল্পের ৭,৮৩,৩৪২ টাকা, কমিউনিটি ৩,০০,০০০ টাকা এবং কোডেক ৩০,১৬,৬৫৮ টাকা প্রদান করেছে। এই মসজিদটিতে হলোব্লক, স্টার ব্লক ও কলম ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। স্থাপনাটি ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাশে এবং পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করায় এটি মানুষের আগ্রহ ও কৌতুহলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হয়েছে। এর ফলে উল্লিখিত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়ছে। মডেল স্থাপনা তৈরির মৌলিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে, কারণ বাগেরহাট-খুলনা অঞ্চলে এ ধরনের স্থাপনা আর নেই। মডেল স্থাপনাটি দৃষ্টি নন্দন হওয়ায় অনেক মানুষ এটি দেখতে আসছেন এবং বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়ে জানতে পারছেন। আমরা আশা করছি, আগামীতে অত্র অঞ্চলে ছোট বড় সকল স্থাপনায় আস্থার সাথে নির্মাণ কাজে কংক্রিট ব্লক ব্যবহার হবে।

প্রকল্পের সম্পাদিত কর্মকান্ডসমূহ:

হাব/রিসোর্স সেন্টার তৈরি:

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-কোডেক এর উদ্যোগে, এসইপি প্রকল্পের সহযোগিতায় কোডেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশে, বাগেরহাটে একটি হাব/রিসোর্স সেন্টার তৈরি হয়েছে। এখানে নিয়মিত পরিবেশবান্ধব হলোব্লক, সলিডব্লক, নকশাব্লক, পার্কিং টাইলস ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। এই হাব/রিসোর্স সেন্টারে প্রশিক্ষণ চলাকালীন ব্যবহারিক সেশন এবং যে কোনো সময়ে স্থানীয় ও বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত আগ্রহী ব্যক্তিদের এ সম্পর্কে জানার একটা দারুন সুযোগ তৈরী হয়েছে। এই রিসোর্স সেন্টার থেকে যে কেউ ব্লক তৈরি এবং এর কারিগরি দিক সম্পর্কে বিনামূল্যে সেবা ও তথ্য নিতে পারেন। এছাড়াও রিসোর্স সেন্টারে বিভিন্ন কেমিক্যাল, উপকরণ, লিফলেট, ব্রুশিয়ার, উৎপাদন ফ্লো-চার্ট রক্ষিত আছে যা থেকে সাধারণ মানুষ ও উদ্যোক্তাগণ হাতে কলমে শিখতে পারছেন।

প্রোডাক্ট টেস্টিং:

উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত পণ্যের মান যাচাইয়ের জন্য এলজিইডি, বুয়েট, কুয়েট ও সরকারি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট ল্যাব থেকে তাদের পণ্য টেস্ট করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ আস্থার সাথে পণ্য বিক্রয় করতে পারছেন। মূলত এই ধরণের টেস্টিং বা পরীক্ষার মাধ্যমে কংক্রিট পণ্যের গুনগত মান নিশ্চিত করা হয়। পাশাপাশি ফিল্ড টেস্টের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে কিভাবে পণ্যের গুনগত মান যাচাই করতে হয়, সে সম্পর্কেও ব্যবহারিক ধারণা প্রদান করা হয়।

দিবস উদযাপন:

প্রকল্পের আওতায় উর্বর মাটি রক্ষার দাবিতে ৫ ডিসেম্বর বিশ্ব মাটি দিবসে র‍্যালি ও আলোচনা সভা করা হয়, এছাড়াও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনে প্রকল্পের আওতায় র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করা হয় যার মাধ্যমে এলাকাবাসীর ভেতর সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে একত্রে কাজ করার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও তথ্য আদান প্রদান/বিনিময় আরো বেগবান হয়েছে।

পাবলিকেশন ও অনলাইন মার্কেটিং:

প্রকল্পের আওতায় লিফলেট, ব্রুশিয়র, পিভিসি, প্যানা, ফেষ্টুন, পোস্টার, ব্যানার, স্টিকার, বিলবোর্ড স্থাপন,উৎপাদন ফ্লো-চার্ট, ওয়াল পেইন্টিং, পরিবেশবান্ধব পণ্য প্রদর্শনী মেলা ও মাইকিং এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের উপকারিতা প্রচার করা হয়। কোডেক এসইপি প্রকল্পের ফেইসবুক পেইজ, ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের নাম ও ঠিকানা সহ পণ্যের ছবি এবং ভিডিও প্রচার করে পণ্য বিক্রয়ে সহযোগিতা করা হচ্ছে। যারা অনলাইনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং গুগল ফর্মের মাধ্যমে তথ্য দিয়েছে তাদের প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা:

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়, উন্মুক্ত ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করায় জেলা প্রশাসক মহোদয় ক্রেস্ট প্রদান করেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন পন্য দেখে প্রশংসা করেন এবং এ সকল পন্যের ব্যবহার ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আহবান জানান।

মিডিয়া কাভারেজ:

কোডেক এসইপি এর পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী সাব-সেক্টরের আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ের টেলিভিশন (সময় টিভি, আর টিভি, যমুনা টিভি) জাতীয় দৈনিক (সমকাল, ইত্তেফাক, প্রথম আলো, ভোরের ডাক, বণিক বার্তা, বাংলাদেশ প্রতিদিন, পূর্বাঞ্চল) এবং বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকায় একাধিক বার প্রকাশিত হয়েছে, যার ফলে সমগ্র বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব পন্যের প্রচার, প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিসপ্লে র‍্যাক স্থাপন:

সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জনসমাগম হয় এমন এলাকায় বা বাজারে, বড় দোকানে কয়েকটি ডিসপ্লে র‍্যাক প্রদান করা হয়েছে, যেখানে এই পন্য সাজিয়ে রেখে ক্রেতাদের পণ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে এই পণ্যের ছবি সংবলিত স্টিকার লাগানো ও লিড উদ্যোক্তাদের একই ডিজাইনের সাইনবোর্ড তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

দেয়াল লিখন:

পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর উদ্যোক্তা, উৎপাদন, বিক্রয়, প্রান্তিক পর্যায়ের গ্রাহকদের ব্যবহার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোডেক-এসইপি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্থানে দেয়াল লিখন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে স্থানীয় মানুষ ও মডেল লাইব্রেরি পরিদর্শকগণ পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার এবং উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাচ্ছেন।

শিখন ভ্রমণ:

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও বাস্তব জ্ঞান বৃদ্ধি, উৎপাদন কৌশল, পন্যের বাজার, কাঁচামাল এর উৎস, অভিজ্ঞতা অর্জন ও বিভিন্ন সময়ে শিখন ভ্রমণের আওতায় বড় বড় ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করা হয়। এর ফলে উদ্যোক্তাগন সাহস ও আগ্রহ নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং অনেকেই উৎপাদন শুরু করে।

ওয়ার্কসপ উদ্যোক্তা উন্নয়ন:

কর্ম এলাকায় ব্লক তৈরির মেশিনারিজ তৈরি না হওয়ার কারণে অন্যান্য জেলা থেকে সংগ্রহ করতে হতো। প্রকৌশলী জনাব মোঃ মশিউর রহমান মিশু শাহ্ (ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার, এসইপি, পিকেএসএফ) এর নির্দেশনায় প্রকল্পের আওতায় দুইজন ওয়ার্কসপ উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা হয়েছে যারা এখন নিজেরাই মেশিন প্রস্তুত এবং বাজারজাত করছে। এদের নিকট থেকে প্রকল্পের উদ্যোক্তারা মেশিন ক্রয় করছে। ফলে পূর্বের তুলনায় উদ্যোক্তাগন কম খরচে ভালো মানের মেশিন ক্রয় করতে পারছেন।

বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান:

উদ্যোক্তা, রাজমিস্ত্রি ও সহকারীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয় যেমনঃ অংশীজনদের সাথে লিংকেজ/সংযোগ সভা, কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন সনদায়ন, পরিবেশবান্ধব পন্য ও পরিবেশগত চর্চা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ, পন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ/মার্কেটিং প্রশিক্ষণ। উদ্যোক্তা, রাজমিস্ত্রিদের পন্যের নকশা, মান উন্নয়ন ও পরিবেশগত চর্চাসহ বিভিন্ন বিষয়ক ২৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে ৫ শতাধিক অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন।

পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী প্রদর্শনী মেলা:

বাগেরহাটে প্রথম বারের মত উদযাপিত হয়েছে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী প্রদর্শনী মেলা ৬ জুন ২০২৩ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় ঐতিহ্যবাহী খানজাহান আলী ডিগ্রি কলেজ মাঠে মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয়, বাগেরহাটের সহযোগিতায় পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য, মেশিন, উপকরণ ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করেন, মেলায় আগত উদ্যোক্তা ও দর্শনার্থীগণ বিভিন্ন ধারনা লাভ করেন। মেলায় ব্লক তৈরির মেশিন দিয়ে সরাসরি ব্লক তৈরি করে দেখানো হয়। উক্ত মেলায় উপস্থিত ছিলেন ইউএনও-বাগেরহাট সদর। এছাড়াও নির্বাহী প্রকৌশলী-গণপূর্ত অধিদপ্তর, সহকারী প্রকৌশলী-শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, অধ্যক্ষ-খানজাহান আলী ডিগ্রি কলেজ, শিক্ষক মন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রী, বাগেরহাট সরকারি কারিগরি স্কুল এ্যান্ড কলেজ এবং স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, গণমাধ্যম কর্মীসহ কোডেক-এসইপি প্রকল্পের অসংখ্য উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প অবহিতকরণ সভা:

বাগেরহাট জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয় জনাব মো: আজিজুর রহমান বলেন "কোডেক কর্তৃক পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন, বাজারজাতকরণ বা উদ্যোক্তা তৈরি অথবা এই নির্মাণ সামগ্রীর সাথে যারা কাজ করবে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এগুলো খুবই ভালো উদ্যোগ এবং আমি এই উদ্যোগের সফলতা কামনা করি। এই পণ্যের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি করতে হবে পাশাপাশি আস্থা তৈরীর জন্য খানজাহান আলী ডিগ্রী কলেজের মডেল লাইব্রেরির মতো আরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, আমাদের মাধ্যমে যত নির্মাণ কাজ হবে সেখানে এই পণ্য ব্যবহারে আমরা প্রচেষ্টা রাখবো"।

প্রকল্পের অবহিতকরণ সভায় উপস্থিত গণপূর্ত অধিদপ্তর বাগেরহাট এর নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিডি-পরিবেশ অধিদপ্তর, ইউএনও-বাগেরহাট সদর, ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ সহ সকলে স্ব-স্ব বক্তব্যে এই ধরনের পণ্যের প্রচার-প্রচারণা, উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট হাউজিং:

উদ্যোক্তাদের উজ্জীবিত রাখতে তাদের উৎপাদিত ব্লক বিক্রির সুযোগ তৈরি ও মানুষের মাঝে সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-কোডেক ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট হাউজিং প্রকল্প হাতে নেয় যেখানে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী (ব্লক) ব্যবহার করে বাড়ি নির্মাণ করলে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ৩৫০,০০০ টাকা করে ঋণ প্রদান ও কোডেক রেজিলিয়েন্ট হাউজিং টেকনিক্যাল টিম কর্তৃক বিনামূল্যে বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়, যার ফলে কর্ম এলাকায় একাধিক স্থাপনা নির্মিত হওয়ায় এই পণ্যের বিক্রয়, ব্যবহার ও প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে। কোডেকের এ উদ্যোগের ফলে এসইপি প্রকল্পের কার্যক্রম বেগবান হয়েছে। কোডেক এর পরিচালক; স্থপতি জনাব কাজী ওয়াফিক আলম বলেন- "যারা প্রকল্প এলাকায় পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে স্থাপনা তৈরি করবেন, কোডেক তাদের বিভিন্ন কারিগরি সহযোগিতা করবে।"

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার - কোডেক পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর প্রচার-প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোডেক রেজিলিয়েন্ট হাউজিং প্রকল্পের পাশাপাশি কোডেকের অর্থায়নে বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলায় একটি ছাত্রীবান্ধব টয়লেট ও ফিজিক্যালি চ্যালেন্জড শিক্ষার্থীদের ব্যবহার উপযোগী একটি টয়লেট নির্মাণ করেছে।

এ সকল স্থাপনা নির্মাণে জনাব কাজী ওয়াফিক আলম, পরিচালক, কোডেক, প্রোগ্রাম এ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট, প্রধান কার্যালয়- এর নেতৃত্বে -আর্কিটেকচারাল প্লান ডেভেলপমেন্টসহ সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা করেন।

কেইস স্টোরি

মাসে ৪০-৫০ হাজার পার্কিং টাইলস তৈরি কিছুদিন আগেও ছিল শুধুই স্বপ্ন
শেখ জাহিদুল ইসলাম

এক সময়ের মাটি পোড়া ইটের
(ইটের পাঁজা) ব্যবসায়ী,
এখন কংক্রিট ব্লকের সফল উদ্যোক্তা
মারুফ হোসেন শেখ

এরশাদ শেখ
নিজস্ব মেধা ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে
ব্লক উৎপাদন মেশিন তৈরিতে

মোঃ আবু সাঈদ
কি তার স্বপ্নের বাড়ী
তৈরি করতে পেরেছেন?

জনাব মুজাহিদুল ইসলাম এর
স্বপ্নভঙ্গ এবং পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানো

তুষার পালের
ব্লক মেশিন কি বিক্রয় হয়?

বহুমুখী প্রতিভাবান উদ্যোক্তা
মোঃ হাফিজুর রহমান

এক সময়ের মাটি পোড়া ইটের (ইটের পাঁজা) ব্যবসায়ী, এখন কংক্রিট ব্লকের সফল উদ্যোক্তা

জনাব মারুফ হোসেন শেখ

জনাব মারুফ হোসেন শেখ ১৯৯৬ সালে সরকারি পিসি কলেজ, বাগেরহাট থেকে স্নাতক পাস করেন, লেখাপড়া শেষ করে একটি লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে তিন বছর চাকরি করেন। কিন্তু চাকরির প্রতি তার তেমন আকর্ষন ছিলো না। উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল তার এবং এ চিন্তা থেকেই শুরু করেন মাটি পোড়া ইট ও বালির ব্যবসা নিজ এলাকা ধলনগর, কচুয়া, বাগেরহাট। কিছুদিন পর তার ব্যবসাকে তিনি সম্প্রসারিত করেন, যুক্ত করেন নিজ এলাকায় বড় করে ইটের পাঁজা তৈরি করে কাঠ পুড়িয়ে সেই ইট তৈরি ও বিক্রি করা। এই ব্যবসা তিনি পাঁচ বছর চলমান রাখেন।

তার ব্যবসা ভালোই চলছিল হঠাৎ একদিন প্রশাসন থেকে তার ইটের পাঁজা এবং প্রস্তুতকৃত প্রায় ২০০০০০ ইট ও কাঁচামাল হিসাবে প্রায় ২১০০ মন কাঠ বাজেয়াপ্ত করে তাকে জেল ও জরিমানা করেন।

জেল থেকে বের হয়ে মারুফ হোসেন উপলব্ধি করেন আইনবিরোধী কোন ব্যবসা আর করবেন না। তাই তিনি পুনরায় স্বল্প পরিসরে রুপসা থেকে ভাটায় পোড়া ইট ক্রয় করে বিক্রয় ও পাশাপাশি বালির ব্যবসা চলমান রাখেন।

এমতাবস্থায় তিনি তার ব্যবসা ও আয় বৃদ্ধির জন্য নতুন কোন আয়ের উৎস খুঁজতেছিলেন। ইন্টারনেটের সহায়তায় বিভিন্ন নতুন ব্যবসার আইডিয়ার মাঝে ব্লক তৈরির ব্যবসাটি তার পছন্দ হয়। কিন্তু এই ব্যবসা বা মেশিন সম্পর্কে তার কোন ধারণা না থাকায় বা কোন জায়গা থেকে এটা ক্রয় করা যাবে এই তথ্য না থাকায় তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি এই ব্যবসা শুরু করতে পারছিলেন না। এমন সময় ২০২২ সালে কোডেক এসইপি প্রকল্পের একজন উদ্যোক্তা ও ব্লক মিস্ত্রি জনাব মাহবুব আলমের সাথে তার পরিচয় হয়, জনাব মাহবুব আলমের পরামর্শে তিনি একটি হাতের তৈরি ফর্মা দিয়ে ব্লক তৈরি শুরু করেন।

তারপর কোডেক এসইপি প্রকল্প জনাব মারুফ শেখ কে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, কারিগ-রি সহায়তা প্রদান করেন, প্রচার প্রচারণার জন্য তাকে বিভিন্ন রকম ব্যানার ও একটি সাইনবোর্ড তৈরি করে দেন, পাশাপাশি তাকে কয়েকজন উদ্যোক্তার মেশিন ও উৎপাদন বাস্তবে পরিদর্শন করানো হয় যাতে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা তৈরি হয় এবং উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠে।

এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জনাব মারুফ শেখ হাতের তৈরি ফর্মা দিয়ে প্রায় ৫০০০ ব্লক তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে প্রায় তিন হাজার ব্লক বিক্রিও হয়ে গিয়েছে। বাগেরহাটের বেমরতা ইউনিয়নে মাদ্রাসা বাজার এলাকায় দুইটি বেডরুম, একটা ড্রয়িং রুম ও কিচেন, বাথরুমসহ ছাদওয়ালা একটি দৃষ্টিনন্দন বাড়ির সম্পূর্ণ কাজ তার হলোব্লক দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে, বাড়িটির ঠিকাদার ছিলেন প্রকল্পের সেই উদ্যোক্তা জনাব মাহবুব আলম যিনি মারুফ হোসেনকে এই ব্লক তৈরীর পরামর্শ দিয়েছিলেন।

প্রকল্পের দুইজন উদ্যোক্তার মাধ্যমে এলাকায় দৃষ্টিনন্দন একটি বাড়ি হওয়ায় এই এলাকাবাসী এখন পরিবেশবান্ধব ব্লক সম্পর্কে অবগত এবং সচেতন। পাশাপাশি এলাকার মসজিদের ইমাম তাকে জানান সৌদি আরব থাকতে তিনি ব্লকের ব্যবহার দেখেছেন তাই তাকেও কিছু ব্লক তৈরি করে দেওয়ার অনুরোধ করেন।

জনাব মারুফ হোসেন জানান বর্তমানে তিনি হলোব্লকের অনেক অর্ডার পাচ্ছেন। এলাকাবাসী কৌতূহলবশত তার ফ্যাক্টরি ভিজিট করছে এবং স্থানীয় জনগণ তার এই কাজকে সাধুবাদ জানাচ্ছে। তার ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য প্রকল্প থেকে মেশিন ক্রয়ে অনুদান সহায়তা, স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান ও অনলাইনে ব্যবসার প্রচার করা হয়েছে। ফলে তিনি ম্যানুয়াল মেশিন বাদ দিয়ে সেমি অটোমেটিক মেশিন ক্রয় করতে পেরেছেন। আমাদের প্রচারনায় সম্প্রতি তিনি একটি মাদ্রাসা নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্লকের অর্ডার পান।

চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় শুরু করা, সরকার মালামাল বাজেয়াপ্ত করায় পুঁজি শূন্য হয়ে পড়া, অভিজ্ঞতা ছাড়া ব্লক ব্যবসা শুরু করার মতো বড় বড় চ্যালেঞ্জ থাকলেও প্রচন্ড ইচ্ছা শক্তির জন্য হার না মেনে নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রমান করেছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, কোডেক-এসইপি প্রকল্পের সহযোগিতা ও পরামর্শে তার ব্যবসার প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন পরিবেশগত চর্চা অনুশিলন করায় কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমেছে, কারখানার মান উন্নত হয়েছে।

মাসে ৪০-৫০ হাজার পার্কিং টাইলস তৈরি কিছুদিন আগেও ছিল শুধুই স্বপ্ন

শেখ জাহিদুল ইসলাম

শেখ জাহিদুল ইসলাম, প্রোপাইটার: আরশাদ রোহান কংক্রিট ফ্যাক্টরি, কাজদিয়া, রুপসা, খুলনা। বয়স ৩৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি এবং পেশায় তিনি একজন ছোট নির্মাণ ঠিকাদার। করোনাকালীন সময়ে সম্পূর্ণ পৃথিবী যখন থেমেছিলো, বাড়তি আয়ের জন্য তিনি ইন্টারনেট দেখে নতুন নতুন ব্যবসার আইডিয়া খুঁজছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন ব্লক ব্যবসা শুরু করবেন। ঢাকা থেকে মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় করে বড় ধরনের শেড নির্মাণ করে দুই বন্ধু মিলেই শুরু করেছিলেন উৎপাদন।

উৎপাদন অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় ছিলো না, মানুষের আস্থা বা আগ্রহ খুব একটা ছিলো না, প্রচার-প্রচারণাও তার ছিলো না। মোট কথা ব্লকের কোন বাজার ছিলো না। সেই সময় ব্লকের পাশাপাশি পার্কিং টাইলস এর চাহিদা কিছুটা বেশি ছিল যা তিনি উৎপাদন করতেন না এবং পার্কিং টাইলসের উৎপাদন মেশিনারিজ কেনার টাকাও তার কাছে ছিল না।

কোডেক এসইপি প্রকল্প তাদের প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা পাশাপাশি তার উৎপাদিত পণ্য বুয়েট থেকে টেস্ট করিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে যাতে তার পণ্য ক্রয়ে ক্রেতাদের আস্থা সৃষ্টি হয়। অনলাইনে প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের আওতায় তার ফেসবুক পেজ প্রফেশনালি/পেশাগত উন্নয়ন বা প্রমোট করা হয়। উৎপাদন শুরু করার জন্য সাধারণ সেবা/কমন সার্ভিসের আওতায় স্বল্প সুদে তাকে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

তার উৎপাদিত পণ্য বুয়েট থেকে মান পরীক্ষা করা হয় সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় যা তার পণ্য বিক্রয়ে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। ফেসবুক পেজ ডেভেলপ ও প্রমোট হওয়ায় সারাদেশ থেকে সে অনলাইন ও অফলাইনে অর্ডার পাচ্ছেন।

এছাড়াও কোডেকের নিজস্ব প্রকল্প এ্যাফোরডেবল ক্লাইমেট রেজিনিয়েন্ট হাউজিং এর আওতায় যে সকল বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে তার দুইটি বাড়িতে প্রায় ২৪,০০০ সলিডব্লক প্রয়োজন হয় যা উদ্যোক্তা জনাব জাহিদ এর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এর মাধ্যমে জনাব জাহিদের পণ্য বিক্রয় এর সুযোগ তৈরি হয় ও তার মনোবল দুটোই বৃদ্ধি পায়।

ব্লক তৈরির পাশাপাশি পার্কিং টাইলস তৈরি করে তিনি ব্যাপক সম্ভাবনা দেখছেন। এ পর্যন্ত তিনি লক্ষাধিক টাইলস তৈরি ও বিক্রয় করেছেন। বর্তমানে তার অধীনে পাঁচজন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করছেন ও মাসে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাইলস তৈরি করছে। এছাড়াও নির্মাণ সামগ্রী হলোব্লক, সলিড ব্লকসহ অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয় চলমান রয়েছে। তার এই সফলতা দেখে এলাকাবাসী খুবই আনন্দিত। কোডেক-এসইপি প্রকল্পের পরামর্শে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার ও বর্জ্য পুনরায় ব্যবহার করায় একদিকে যেমন কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমছে, তেমন লাভ ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি মনে করেন, তার এই ব্যবসায়ী পরিবর্তন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কোডেক এসইপি প্রকল্পের ভূমিকা অনন্য।

এরশাদ শেখ

নিজস্ব মেধা ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ব্লক উৎপাদন মেশিন তৈরি

বিদেশ থেকে ব্লক তৈরির মেশিন ইমপোর্ট করা যেখানে সাধ্যের বাইরে ঠিক তখনই নিজস্ব মেধা খাটিয়ে ব্লক তৈরীর মেশিন বানিয়ে অবাক করে দিলেন জনাব মোঃ এরশাদ শেখ। ইউটিউব দেখে ব্লক দিয়ে বাড়ি নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন। এরশাদ শেখ এর বাড়ি সুন্দরঘোনা বাগেরহাট, বয়স ৩২, শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি। তিনি হাতের তৈরি ম্যানুয়াল ফর্মা দিয়ে ব্লক তৈরি আরম্ভ করেন ও বাড়ির সামনে ডিসপ্লে করে রাখেন। ব্লক সম্পর্কে মানুষের ভেতর একটা কৌতুহল সৃষ্টি হতে থাকে এবং আস্তে আস্তে বিক্রয় শুরু হয়। বিক্রি শুরুর সাথে সাথে তিনি বাড়ি নির্মানের কাজ পিছিয়ে ব্লকের মার্কেট তৈরির দিকে গুরুত্ব দেন এবং বেশি বেশি ব্লক উৎপাদনে মনোযোগ দেন। হঠাৎ করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে তার স্বপ্ন থেমে গেল।

কোডেক এসইপি প্রকল্প জনাব এরশাদকে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও শিখন ভ্রমণে অংশগ্রহণ করান। জনাব এরশাদ আবারও ব্যবসার অনুপ্রেরণা ফিরে পায় এবং বাড়িতে থাকা কিছু পুরাতন সরঞ্জামের সমন্বয়ে স্থানীয় ওয়ার্কশপ থেকে তিনি নিজস্ব মেধা খাটিয়ে একটি সেমি অটোমেটিক মেশিন তৈরি করেন। প্রাথমিক ধারণা ছাড়া ও পূর্বের কোনো ভালো অভিজ্ঞতা না থাকায় মেশিনটি ত্রুটিপূর্ন হয় যা আশানুরুপ উৎপাদন করতে পারছিল না। এছাড়াও নতুন করে একটা মেশিন তৈরি করার টাকা তার কাছে ছিল না।

এমতাবস্থায় জনাব এরশাদের হাতের তৈরি ফর্মা দিয়ে ব্লক তৈরি, পুরাতন যন্ত্রাংশ ও স্থানীয় ওয়ার্কশপ থেকে মেশিন তৈরি সহ তার ব্লক ব্যবসায়ের আগ্রহ দেখে কোডেক এসইপি প্রকল্প তাকে মডেল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচনা করে আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে মেশিনটি ঠিক করা হয়। বর্তমানে তার মেশিনটি এক প্রেসে দশটি করে সলিডব্লক তৈরি করতে পারছে। এছাড়াও পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্লক দিয়ে টয়লেট তৈরির প্রকল্পে কোডেক কিছু হলোব্লক তার কাছ থেকে সংগ্রহ করে বিক্রয়কে বেগবান করে তোলে।

তিনি বলেন এসইপি প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা ছাড়া আমার ব্যবসা চলমান রাখা সম্ভব হতো না। জনাব এরশাদ তার পুরাতন হাতের ফর্মাটি অন্য একজন নতুন উদ্যোক্তাকে প্রদান করেন যার মাধ্যমে এলাকায় আরো একজন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। এলাকাবাসি তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, বেকার যুব সমাজ তাকে দেখে অনেক অনুপ্রাণিত। কোডেক এসইপি প্রকল্প জনাব এরশাদের মতো উদ্যোক্তাদের পাশে থেকে সব সময় তাদের উৎসাহিত করছে।

মোঃ আবু সাঈদ

কি তার স্বপ্নের বাড়ী তৈরি করতে পেরেছেন?

মোঃ আবু সাঈদ; এস এস এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী, বাগেরহাট সদর। বয়স ৪২ বছর এবং তার শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি। তিনি ১১ বছর ধরে দক্ষিণ কোরিয়ায় ছিলেন। সেখান থেকে দেশে ফিরে ঢাকায় মসলার ব্যবসা শুরু করেন। এরপর বাগেরহাটে এসে মুরগির খামার করেন। দুর্ভাগ্যবশত উভয় ব্যবসায় তিনি ক্ষতির সম্মুখীন হন। সে সময় তিনি তার বাড়ী নির্মাণের কাজও করছিলেন। যেহেতু তিনি কোরিয়া থেকে কংক্রিট ব্লক সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন এবং এটি সম্পর্কে তার একটা আগ্রহ ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তার কোন কারিগরি জ্ঞান ছিলো না। তিনি কোডেক এসইপি প্রকল্পের একজন উদ্যোক্তার সাথে যোগাযোগ করেন যিনি তাকে কয়েক দিনের জন্য একটি ম্যানুয়াল হ্যান্ড প্রেস মেশিন ধার দিয়েছিলেন। আবু সাইদ উৎপাদন প্রক্রিয়া, মিশ্রণ অনুপাত, ব্যবহার, বাজার চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতেন না, এমনকি তিনি কংক্রিট ব্লকের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কেও জানতেন না।

এরপর তিনি কোডেক এসইপি প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রকল্প পক্ষ থেকে তাকে সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

কোডেক এসইপি প্রকল্প তাকে মডেল উদ্যোক্তা হিসাবে বিবেচনা করে এবং একটি সেমি অটোমেটিক মেশিন কেনার জন্য আর্থিক অনুদান সহায়তা দেয়। প্রজেক্ট থেকে তিনি তার পন্য বিক্রির জন্য অনলাইন মার্কেটিং সাপোর্টও পেয়েছেন। তিনি বলেন, কোডেক-এসইপি প্রকল্পের পরামর্শে আমরা কাজ করার সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করে স্বাস্থ্য ঝুঁকি মুক্ত ভাবে কাজ করছি ও উৎপাদিত বর্জ্য সংরক্ষণ করে পুনরায় ব্যবহার করছি।

যখন তিনি তার বাড়ির জন্য ব্লক প্রস্তুত করা শুরু করেন, তখন খবরটি আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রচুর লোক প্রতিদিন এ প্রক্রিয়াটি দেখতে আসেন। তিনি পণ্যের/ব্লকের অর্ডার পেতে শুরু করলেন। তিনি যখন অর্ডার পাচ্ছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে আমাদের দেশেও ব্লকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং তার একজন উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং তিনি ৩ জন শ্রমিক নিয়ে নিয়মিত উৎপাদন বাড়াতে থাকেন। বর্তমানে কোডেকের সহযোগিতায় তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। প্রকল্পের আওতায় রাজমিস্ত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করা হয়েছে, যাতে পণ্যগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। এখন তিনি নিয়মিত অর্ডার পাচ্ছেন এবং নিজের ঘরের কাজ শেষ করার পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তাও হয়েছেন। একটি জাতীয় টিভি (সময় টিভি) এবং দৈনিক প্রথম আলোসহ ৪-৫টি সংবাদপত্রের সাথে তার সাফল্যের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। জনাব আবু সাঈদ বলেন, এসইপি প্রকল্পের সহায়তায় তিনি ম্যানুয়াল থেকে সেমি অটোমেটিক মেশিন ও বর্তমানে হাইড্রোলিক মেশিন স্থাপনের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা করছেন।

জনাব মুজাহিদুল ইসলাম

এর স্বপ্নভঙ্গ ও পুণরায় ঘুরে দাড়ানোর গল্প

মেসার্স তাক্বওয়া কংক্রিট ট্রেডার্স ও বিল্ডার্স এর মালিক জনাব এস. এম. মুজাহিদুল ইসলাম, বয়স ৩১ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি; তিনি ২০১৯ সাল থেকে বিশ্বরোড চেয়ারম্যানের মোড়, মূলঘর, ফকিরহাট, বাগেরহাটে হলোব্লক, সলিড ব্লকসহ কনস্ট্রাকশনের মালামাল প্রস্তুত ও বিক্রয় করছেন।

প্রকল্পের শুরুর দিকে জনাব মুজাহিদুল ইসলাম প্রচুর পরিমাণে ব্লক তৈরি এবং বিক্রয় করছিলেন, এমনকি মেশিন ছোট হওয়ার কারণে সে সময়ে বাজারের চাহিদাও পূরণ সম্ভব হচ্ছিল না, তিনি কোডেক এসইপি প্রকল্পের সবচেয়ে বড় উদ্যোক্তা ছিলেন। অন্যান্য উদ্যোক্তাদের তিনি নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করতেন। সেই সময় বাজার চাহিদা অনেক বেশি থাকায় তিনি তার সেমি অটোমেটিক মেশিনকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার চলমান মেশিন এবং আরো কিছু সরঞ্জাম ক্রয় করে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হাইড্রোলিক মেশিন বানানোর চেষ্টা করছিলেন। ইউটিউব দেখে ও তার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সকল কাঁচামাল ঢাকা থেকে সংগ্রহ করে কোনো দক্ষ মিস্ত্রী ছাড়া নিজেই মেশিনটি তৈরি করেন। মুজাহিদুল ইসলামের ধারণা অনুযায়ী পূর্বের মেশিনের তুলনায় নতুন মেশিনটি কয়েক গুণ বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন হবে এবং সেই অনুযায়ী অধিক পরিমাণ প্রোডাকশন করতে পারবে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তবিক কোন কারিগরি জ্ঞান না থাকায় তিনি নতুন মেশিনটি সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেননি। যেহেতু পুরাতন মেশিনের অনেক যন্ত্রাংশ মিলিয়ে তিনি এই মেশিনটি তৈরি করেছেন তাই পুরাতন মেশিনটিও এখন ব্যবহার উপযোগী নেই। এক কথায় বলতে গেলে নতুন এবং পুরাতন দুইটা মেশিন এখন অচল আর জনাব মুজাহিদুল ইসলামের কাছে অতিরিক্ত টাকাও নাই যা দিয়ে তিনি পুনরায় আর একটা মেশিন স্থাপন করবেন। এমতাবস্থায় তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু প্রচুর ইচ্ছা শক্তি ও মনোবল থাকায় তিনি তখন দক্ষিণ কোরিয়ায় ফিরে যান এবং এই ব্যবসার ভার অর্পণ করেন তার পিতা- মনিরুল ইসলামের কাছে। জনাব মনিরুল ইসলাম পুনরায় কংক্রিট ব্যবসা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন এবং বর্তমানে হ্যান্ড প্রেস মেশিন দ্বারা সলিড ব্লক এবং পার্কিং টাইলস তৈরি করছেন। কোডেক এসইপি প্রকল্প তাকে সব ধরনের কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি মডেল উদ্যোক্তা হিসাবে বিবেচনা করে নতুন ভাবে ব্যবসা শুরু করতে মেশিনারিজ ক্রয়ে আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে। তিনি বলেন এসইপি প্রকল্পের সহযোগিতা ও পরামর্শ ছাড়া এতো দ্রুত আমার পক্ষে ঘুরে দাড়ানো সম্ভব হতো না। তিনি জানিয়েছেন খুব দ্রুত সময়ের ভেতর তিনি আরেকটি ব্লক তৈরীর মেশিন স্থাপন করবেন এবং তার ব্যবসাকে আগের জায়গায় দ্রুত সময়ের ভেতর নিয়ে যাবেন বলে আশা করছেন।

তুষার পালের

ব্লক মেশিন কি বিক্রয় হয়?

তুষার পাল কোডেক এসইপি প্রকল্পের একজন উদ্যোক্তা, যাত্রাপুর বাজার বাগেরহাট। তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কংক্রিট ব্লক, পার্কিং টাইলস, হলোব্লক, অন্যান্য কংক্রিট ব্লকের ফর্মা সহ বিভিন্ন মেশিনারিজ উৎপাদন ও বিক্রয় করছে। তিনি দীর্ঘদিন দক্ষিণ কোরিয়াতে ছিলেন সেখান থেকেই তার ব্লক এর সাথে পরিচয় এবং তার প্রতি একটা ভালো লাগা। দেশে এসে তার পুরাতন ব্যবসাকে (ওয়ার্কশপ) তিনি আরো উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করছিলেন। এমতাবস্থায় কোডেক এসইপি প্রকল্পের এই কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি অবগত হন এবং কয়েকটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ঢাকা, চুয়াডাঙ্গা, সাভার ইত্যাদি জায়গা থেকে প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের মেশিন ক্রয় করা হতো। কিন্তু সরাসরি না দেখে মেশিন ক্রয়ের ফলে ছোটখাটো ত্রুটি দেখা দিলে সেটা ঠিক করা সম্ভব হতো না, পাশাপাশি পরিবহন খরচ বেড়ে যায়। তাই কোডেক- এসইপি প্রকল্প তুষার পালকে এই ব্যবসায় এগিয়ে আসার পরামর্শ দেয় এবং তাকে মডেল উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচনা করে আর্থিক অনুদানসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করে। সেই থেকে তুষার পাল সরাসরি এবং অনলাইনে একের পর এক মেশিন তৈরি ও বিক্রি করে যাচ্ছেন। অন্যান্য উদ্যোক্তাগন আস্থার সাথে তার কাছ থেকে মেশিন কিনছেন কারণ বিক্রয় পরবর্তী সেবা পেতে কোন বাড়তি খরচ বা বিলম্ব হচ্ছে না। পাশাপাশি কোডেক এসইপি প্রকল্পের উদ্যোক্তা হওয়ায় তুষার পাল তাদের কাছ থেকে পণ্যের দামও কম নিচ্ছে। এখন তার ব্যবসা অনেক বড় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। ইতোমধ্যে তার প্রতিষ্ঠানের পাশে অন্য একটি দোকান ভাড়া নিয়েছে যেখানে শুধুমাত্র কংক্রিট ব্লকের মেশিন তৈরি ও বিক্রয় করা হয়। দেশ-বিদেশ বিভিন্ন জায়গা থেকে অনলাইনে তাদের ভিডিও দেখে অনেকেই যোগাযোগ করে এ বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন এবং মেশিনের অর্ডার দিচ্ছেন। পরিবেশ সুরক্ষায় বর্জ্য সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। কারখানায় কর্মীরা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করছে যা কোডেক-এসইপি প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার আগে করতো না। তিনি বলেন, এসইপি প্রকল্পের পরামর্শে মেশিন তৈরির ফলে আমার আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হয়েছে।

বহুমুখী প্রতিভাবান উদ্যোক্তা

হাফিজুর রহমান

জনাব শেখ হাফিজুর রহমান কোডেক এসইপি প্রকল্পের একজন উদ্যোক্তা। দীর্ঘদিন ধরে তিনি (জাহাজের পিতলের পাখা) মেটাল বিজনেসের পাশাপাশি ব্লক মেশিন তৈরি ও বিভিন্ন ধরনের কংক্রিট ব্লক তৈরী ও বিক্রয় করে আসছেন। পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞান ও পরামর্শের অভাবে সঠিক মানসম্মত পণ্য উৎপাদিত হচ্ছিল না এবং সঠিকভাবে প্রচার-প্রচারণার অভাবে তার এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল না। আশা অনুযায়ী বিক্রয় হচ্ছিল না। তিনি এসইপি প্রকল্পের সাথে যুক্ত হন, কিছু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রকল্পের মাধ্যমে সকল কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা পান। এরপর থেকে পণ্যের মান যেমন উন্নত হয় তেমনি মেশিনের মান উন্নত হয়। তিনি ইতিমধ্যে কয়েকটি মেশিন বিক্রয় করেছেন। কোডেক এসইপি প্রকল্পের পরামর্শে তিনি বর্তমানে একটি হাইড্রোলিক মেশিন স্থাপন করছেন এবং বাগেরহাট খুলনা মহাসড়কের পাশে সি এ্যান্ড বি বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশাল কারখানা তৈরি করেছেন যেখানে একপাশে তৈরি হবে পণ্য অন্য পাশে তৈরি হবে ব্লক তৈরির মেশিন। উৎপাদিত পণ্য সাজিয়ে রাখার জন্য কারখানার পাশে একটি জায়গাও তিনি কিনেছেন। ব্লকের যে পরিমাণ চাহিদা বাজারে রয়েছে তা তিনি বিবেচনা করে ধারণা করছেন তার মেটাল ব্যবসার থেকেও এই ব্লক ব্যবসায় বেশি লাভবান হবেন তিনি। তিনি বলেন এসইপি প্রকল্প আমার মতো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার পাশে না থাকলে বড় শেড নির্মাণ ও হাইড্রলিক্স মেশিন স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে পারতাম না।

মডেল উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণঃ

এ পর্যন্ত প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ২০ জন উদ্যোক্তা সরাসরি পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয় করছেন যাদের মধ্যে ১৫ জনকে মডেল উদ্যোক্তা হিসাবে তৈরি করা হয়েছে এবং মেশিন ক্রয়, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়। পাশাপাশি আরো ৩০ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তা রয়েছে যারা দ্রুত সময়ের ভেতর পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন শুরু করবেন।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বৃদ্ধি, রাজমিস্ত্রীদের দক্ষতা উন্নয়ন, গ্রাহক পর্যায়ে ব্যবহার বৃদ্ধি, মিডিয়ায় প্রচার ও কারখানায় পরিবেশগত চর্চা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ সুরক্ষায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সরকারী স্থাপনা নির্মাণে পোড়া ইটের পরিবর্তে শতভাগ পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী তৈরী ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ এর সহায়তায় কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-কোডেক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এসইপি-পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী প্রকল্প ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

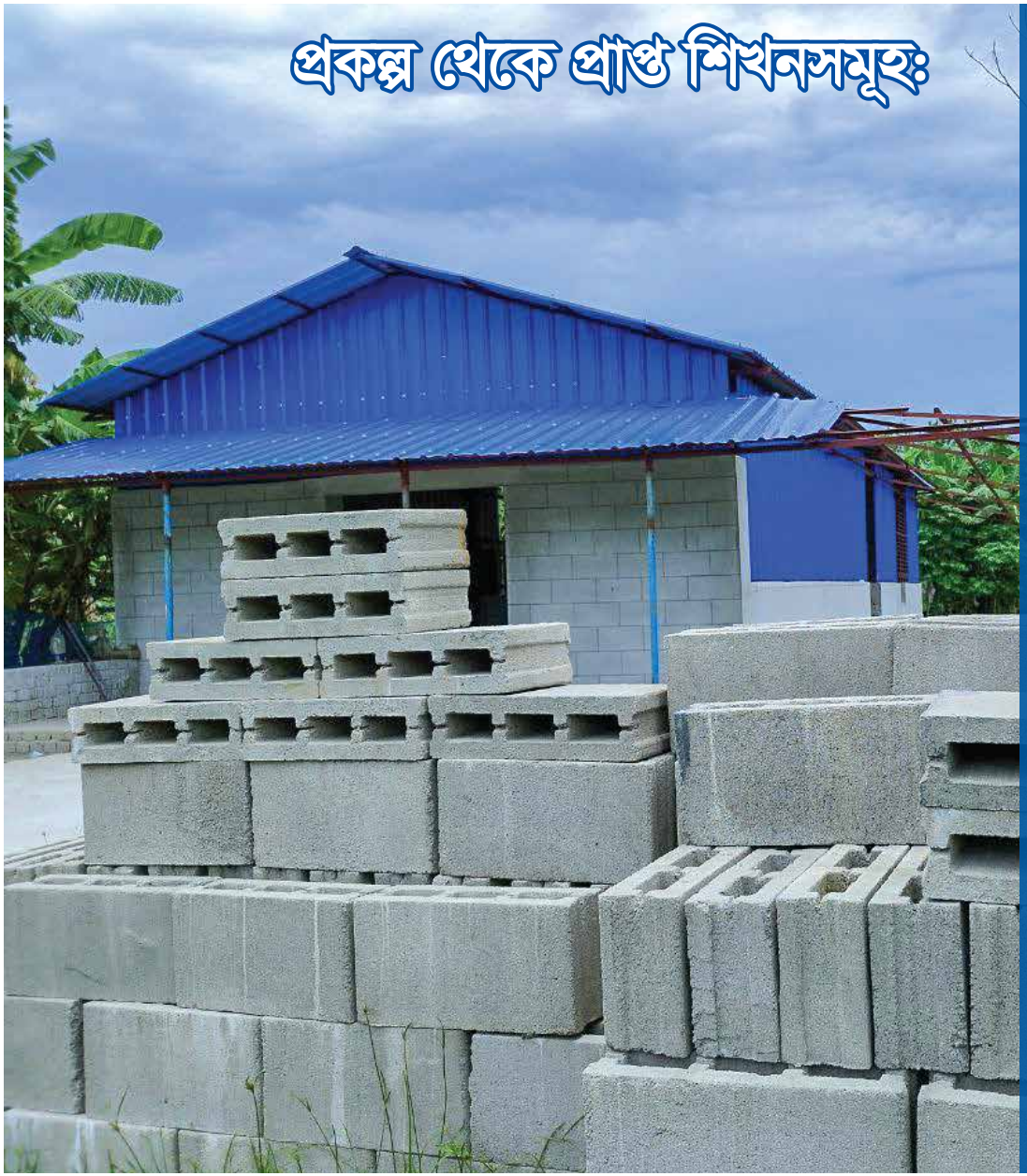

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত শিখনসমূহঃ

১) নতুন কোন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হলে উদ্যোগের ডেমোনেষ্ট্রেশন/প্রদর্শণী দেখানো জরুরী। আগ্রহী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষন দিলে সে সহজে ও আগ্রহের সাথে সেটা গ্রহন করে।

২) এ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজমিস্ত্রীদের উন্নয়ন করা এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বেশি বেশি প্রশিক্ষণ করানো প্রয়োজন। এতে করে ব্লক ব্যবহার ও এর প্রচারের ক্ষেত্রে তারাও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। প্রকল্প মেয়াদে কাজ করতে গিয়ে আমাদের কাছে মনে হয়েছে,রাজমিস্ত্রী ও সহকারীদের উন্নয়নে আরো বেশি বেশি কাজ করা দরকার।

৩) কোন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হলে উদ্যোক্তার সাথে উদ্যোগের সফল হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকতে হবে।

৪) কোন প্রযুক্তি যত সহজভাবে উপস্থাপন করা যাবে এটি বাস্তবায়ন করা তত সহজ হবে। যেমন হলোব্লক তৈরি/উৎপাদন করে এর ব্যবহারকারীগণ ৩০-৩৫% খরচ সাশ্রয় হবে এ বিষয়টি মানুষের মাঝে বাস্তবে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।

৫) পরিবেশবান্ধব ও রুচিশীল নির্মাণে হলোব্লক ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ঠ দপ্তরের সক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন।

৬) এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আরবান বা শহরাঞ্চলকে গুরুত্ব দেয়া এবং তুলনামূলক সামর্থ্যবান উদ্যোক্তা নির্বাচন করা।

৭) যে এলাকায় উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সহজ হবে সে এলাকাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করা।

৮) প্রচলিত মাটিপোড়া ইটের পরিবর্তে এলাকায় ছোট ছোট উদ্যোক্তা তৈরি করতে পারলে হলোব্লক সম্পর্কে মানুষ সহজে জানতে পারবে এবং খুব সহজেই হাতের কাছে হলো ব্লক পাবে ও ব্যবহারকারীও বাড়বে।

৯) প্রকল্প এলাকায় অধিকতর মডেল স্থাপনা নির্মাণ করা এবং সরকারী পর্যায় থেকেও ব্লক দ্বারা মডেল স্থাপনা নির্মাণ করা।

প্রকল্পের টেকসহিতাঃ

১) প্রকল্প শুরুর আগে কর্ম এলাকায় কোন ব্লক উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা ছিল না এমনকি কংক্রিট ব্লক সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের কোন ধারনা ছিল না। অতঃপর ২০২১ সালে এসইপি প্রকল্প কাজ শুরুর পর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ , কারিগরী সহায়তা প্রদান, অনলাইন, জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশনে প্রচারনা, মডেল স্থাপনা নির্মাণ ও পণ্য প্রদর্শণী মেলার মাধ্যমে প্রচারনা চালানো হয় এর ফলে ব্লকের ব্যবহার বাড়ছে এবং যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদের উৎপাদন অব্যাহত থাকবে। সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরগুলিতে ব্লক ব্যবহারের প্রতি জোরালো আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং তারাও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছেন।

২) পরিবেশগত চর্চা রপ্তকারী উদ্যোক্তারা পরিবেশগত চর্চা অব্যাহত রাখবেন। কারন তারা পরিবেশগত চর্চা বাস্তবায়ন করে সুফল পেয়েছেন।

৩) উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন কারন দিন দিন হলোব্লক ও কংক্রিট এর নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার ও বাজার বাড়ছে।

৪) মডেল স্থাপনাগুলো মানুষের মাঝে আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়াবে এসব পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার অব্যাহত থাকবে।

৫) সরকার ঘোষিত ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার সরকারী স্থাপনা নির্মাণে পরিবেশবান্ধব ব্লকের ব্যবহার ১০০% নিশ্চিত করা এ বিষয়টি প্রকল্পের কার্যক্রমকে টেকসই করবে।

৬) মডেল উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন এবং হাব বা রিসোর্স সেন্টার থেকে আগ্রহী উদ্যোক্তারা সবসময় নিয়মিত সেবা নিতে পারবেন।

প্রকল্পের কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

নির্বাহী পরিচালক, কোডেক, উদ্যোক্তার কারখানা পরিদর্শন করেন

উপ-নির্বাহী পরিচালক, কোডেক, উদ্যোক্তার কারখানা পরিদর্শন করেন

নির্বাহী পরিচালক, কোডেক ও পরিচালক- ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মডেল মসজিদের স্থান পরিদর্শন করেন

পরিচালক, কোডেক, উদ্যোক্তার কারখানা পরিদর্শন করেন

পিকেএসএফ এর কনসার্ন অফিসার উদ্যোক্তার কারখানা পরিদর্শন করেন

পিকেএসএফ এর কনসার্ন অফিসার উদ্যোক্তার কারখানা পরিদর্শন করেন

সহকারী পরিচালক, কোডেক ও পিকেএসএফ কনসার্ন অফিসার ব্লক দিয়ে তৈরি বাড়ি পরিদর্শন করেন

পরিচালক,কোডেক মডেল লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন

নির্বাহী পরিচালক, কোডেক কর্তৃক মডেল লাইব্রেরির কাজ উদ্বোধন

উপজেলা নির্বাহী অফিসার-সদর, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও সহকারি প্রকৌশলী-শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ও অন্যান্য কর্মকর্তাগন মডেল লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন

নির্বাহী প্রকৌশলী গনপুর্ত অধিদপ্তর ও উপ-পরিচালক-পরিবেশ অধিদপ্তর লেসন লানিং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহন করেন

নির্বাহী প্রকৌশলী গনপূর্ত অধিদপ্তর ও উপ-পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর, কোডেক রিসোর্স সেন্টার(হাব) পরিদর্শন করেন

এইচবিআরআই এর সাবেক পরিচালক প্রকৌশলী আবু সাদেক প্রকল্পের
উদ্যোক্তাদের পরিদর্শন ও মতবিনিময় করেন

সুইডেনের প্রতিনিধি ফেলেসিয়া ও জোসেফিন রুপসা,
খুলনায় উদ্যোক্তার কারখানা পরিদর্শন করেন

এরিক্স সুইডেন প্রকল্পের প্রতিনিধি মি: রোল্যান্ড ও মি: বানচুইন, মি: প্রিন্স এ্যালিসন বৈদ্য
ও মি: লিনকন অসিট রায় কোডেক, রিসোর্স সেন্টার পরিদর্শন করেন

পরিচালক কোডেক কংক্রিট ব্রিকস
উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন

বাগেরহাট সদর উপজেলা প্রকৌশলী
প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন

সহকারি প্রকৌশলী-শিক্ষা অধিদপ্তর, কাড়াপাড়া এবং
ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন

জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট এর কাছ থেকে ডিজিটাল
উদ্ভাবনী মেলার পুরস্কার গ্রহণ

পরিচালক, কোডেক, ডিজিটাল মেলায়
স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছেন

সময় টিভিতে খানজাহান আলী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের স্বাক্ষাতকার

উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক নির্মাণ পন্য প্রদর্শনী মেলা পরিদর্শন এবং আরটিভিতে প্রচার

যমুনা টিভিতে প্রকল্প কর্মকর্তার স্বাক্ষাতকার গ্রহণ

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ

পরিচালক, কোডেক কর্তৃক
মডেল মসজিদ পরিদর্শন

প্রকল্পের ক্রয় কমিটি কর্তৃক মডেল মসজিদের স্থান পরিদর্শন

উপ-সহকারী পরিচালক, কোডেক কর্তৃক মডেল মসজিদ পরিদর্শন

পরিচালক, ঋণ কার্যক্রম,
কর্তৃক মডেল মসজিদ পরিদর্শন

উপ-পরিচালক, বাগেরহাট পরিবেশ অধিদপ্তর, এর সাক্ষাতকার

উপ-নির্বাহী পরিচালক, কর্তৃক রেজিলিয়েন্ট হাউজিং পরিদর্শন

সহকারি ব্যবস্থাপক,
কোডেক ও মসজিদ
কমিটি মসজিদের নির্মাণ
কাজ পরিদর্শন করেন

কোডেক টেকনিক্যাল টিম
মডেল হাউজিং পরিদর্শন করেন

টেকসই উন্নয়ন

পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-কোডেক

প্রকল্প অফিস: কোডেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাগেরহাট।